1. "কাআ তরুবর পাঞ্চবি ডাল" — এই পদে যে বৌদ্ধ দর্শন ও সাধনতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে, তার পরিচয় দাও। 10 Mark

☑ আলোচ্য পদটি চর্যাপদের প্রথম সংখ্যক পদ। এর রচয়িতা লুই পাদ।

☑ লুই পাদ এই পদে অত্যন্ত দৃঢ় ভাষায় সেকালের বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়া মতাদর্শের উদ্দেশ্য সাধ্যবস্তু ও সাধন-প্রনালী বিবৃত করেছেন। সম্ভবত সেজন্যই টিকাকারে মুনিদত্ত এই গানটিকে 'মহারাগময় চর্যা' (মহানুরাগের পদ্ধতি) বলেছেন। এই পদের মধ্যেই সহজ সাধনার ইঙ্গিত রয়েছে। অবশ্য সাধন পদ্ধতির কথা ছাড়াও পদটির মধ্যে সাধক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে।

☑ পদকর্তা লুই পাদ সহজ সাধনার উদ্দেশ্য এবং সাধন-প্রনালী সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছেন, তা হলো —

1. সহজ সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য হল মহাসুখ লাভ।
2. যোগ-ধ্যান-সমাধির দ্বারা মহাসুখ লাভ করা যায়না।
3. সেই মহাসুখের একমাত্র উপায় হল — 'কায়সাধনা'।
4. কায়া সাধন পদ্ধতি একমাত্র গুরুর কাছে থেকেই লাভ করা যায়।

Scanned with CamScanner

Page-02

▨ লুই পাদ এই পদে কায়াকে একটি গাছের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন ——

'কা আ তরুবর পঞ্চবি ডাল'।

— গাছের যেমন পাঁচটি ডাল, তেমনি মানব দেহেরও পাঁচটি ইন্দ্রিয়। বৌদ্ধ-মতে এগুলি হল—'পঞ্চস্কন্ধ'; যথা:— রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। 'রূপ' হলো — 'শরীর ও ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত বিষয়'। 'বেদনা' হলো — সুখ-দুঃখ প্রভৃতি। 'সংজ্ঞা' হলো — কোনো জিনিসকে জাতি রূপে বোঝার প্রণালী। 'সংস্কার' হলো — 'পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জাত জ্ঞান'; 'বিজ্ঞান' হল -'বোধ'।

▨ এই পঞ্চইন্দ্রিয় থেকেই মানুষের মনে অস্মিত্ববোধ জাগে। এই বোধের কারণে চিত্ত চঞ্চল হয় এবং চিত্ত চঞ্চল হলেই 'কাল' বা 'মৃত্যু' প্রবিষ্ট হয়। 'মহাসুখ' লাভের জন্য চিত্তের চঞ্চলতাকে দূর করতে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হয়। তাই কবি বলেছেন ——

'দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ'।

— এই সাধনার জন্য গুরুর সাহায্য প্রয়োজন। প্রচলিত যোগ-সাধনা বা ধ্যান সমাধির দ্বারা কিছু লাভ হয়না। এই পথগুলি ক্ষণস্থায়ী, কারন সমাধি ভঙ্গে সুখ-দুঃখের অনুভূতি পুনরায়

চিত্তে ফিরে আসে এবং ফলস্বরূপ মৃত্যু সুনিশ্চিত হয়। অতএব সমস্তরকম ইন্দ্রিয়ভোগের আশা ত্যাগ করে বাসনা নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করতে হবে। যেমন ______

'এড়িএউ ছান্দক বান্ধ, করনক পাটের আস।'

— শূন্যতারে বোধি হলো আসলে পার্থিব জগৎকে অসার ও অনিত্য বলে উপলব্ধি করা। এভাবে চিত্তকে দৃঢ়রূপে সংযত করতে পারলে, ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করতে পারলে এবং সংসারকে অসার বলে উপলব্ধি করতে পারলে সাধক তার কাম্যবস্তু অর্থাৎ মহাসুখ লাভ করতে পারবেন।

☑ 'মহাসুখ' লাভের এই উপলব্ধি কবি লুইয়ের অভিজ্ঞতা থেকে অনুভূত হয়েছে। তাই তিনি পরিশেষে বলেছেন ______

'ধমন-চমন বেনি পিন্ডি বইঠা।'

— অর্থাৎ নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস বাহী নাড়ীদ্বয়ের দ্বারা নিম্নগামী ও ঊর্ধ্বগামী বায়ুকে সুষুম্নার দ্বারা পরিচালনার মাধ্যমে ~~সহজ স্বরূপের রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়।~~ মহাসুখ অনুভব করা যায়। ~~তাই কবির পরিশেষে বক্তব্যটি কবি উপস্থাপন করেছেন।~~ এই পদে ১ নং চর্যায় বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়া মতাদর্শের উদ্দেশ্য ও সাধন প্রণালী ব্যাখ্যা করা হয়েছে।